অমিত্রাক্ষর ছন্দ:

অক্ষরবৃত্তরীতিতে রচিত, প্রবাদত ১৪ মাত্রার চরণ সমন্বিত যে পয়ার বন্ধে চরণান্তিক মিল থাকে না, পর্ব বা চরণ বিভাগে যতি আবশ্যিক নয়, যে; তাকেই চরণের পর চরণে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত করা, মধুসূদন দত্ত তাঁর নতুন ছন্দরীতিকে বলা হয় অমিত্রাক্ষর ছন্দ (Blank Verse)।

বৈশিষ্ট্য:

প্রাচীন পয়ার ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ:

এক: অমিত্রাক্ষরের প্রথমটি বৈশিষ্ট্য — চরণান্তিক মিলের অনস্তিত্ব বা মিত্রাক্ষরহীনতা।

সম্মুখ সমরে পড়ি | বীর চূড়ামণি ॥
বীরবাহু চলি যবে | গেলা যমপুরে ॥
অকালে কহ হে দেবি | অমৃতভাষিণি ॥
কোন্ বীরবরে বরি | সেনাপতি পদে ॥ —— প্রাচীন পয়ারের মিত্রাক্ষর এখানে অনুপস্থিত হয়েছে, চরণে চরণে — এখানে কোনোরকমের মিল নেই, কিন্তু মিলহীনতা কে প্রধান লক্ষ্য নয়। মিলমুক্ত অমিত্রাক্ষরের আরও উদাহরণ — রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত', 'সমুদ্র থেকে বিদায়' প্রভৃতি কবিতা।

দুই: অমিত্রাক্ষরের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য — ছেদ ও যতির অনৈক্য, মধুসূদন প্রাচীন পয়ারের মত ৮ মাত্রার পরে শ্বাসযতি ও ১৪ মাত্রার পরে পূর্ণ যতি রাখেননি, কিন্তু ৮ মাত্রার পরে শ্বাসযতির সঙ্গে শ্বাসছেদ ও ১৪ মাত্রার পরে পূর্ণযতির সঙ্গে পূর্ণছেদ পড়েছে, এমন কোনো কথা তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দে নেই মধুসূদন সাধারণভাবে এই ছেদ ও যতিকে যথাসম্ভব পৃথক করে দিয়েছেন।

তিন: মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য — ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রবহমানতা, যা ছেদ ব্যবহারের স্বাধীনতা থেকে সৃষ্ট হয়েছে।

প্রাচীন পয়ারে ছত্র একটি চরণে প্রথম ৮ মাত্রার পরে শ্বাসযতি হয়েছে, ১৪ মাত্রার পরে সম্পূর্ণ যতি হয়েছে। দ্বিতীয় চরণে প্রথম ৮ মাত্রার পরে কিছুক্ষণ থেমে, ১৪ মাত্রার পরিপূর্ণভাবে থেমে কিন্তু অমিত্রাক্ষরের ছত্রটি সেভাবে ভাগ করে কোথাও থামেনি, ৮ মাত্রা সীমা অতিক্রমকালে লক্ষ্য করে চরণের পর চরণে অনিবার্য ভাবে ছুটে চলেছে, নিজের ৮ মাত্রার পরে কোথাও থামেনি, স্বাভাবিক ভাবে প্রবাহিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন 'মধুর বিদ্যালো যান'

যেমন —

প্রমাদিনী শোকাকুলা | অশোক কাননে ৮
কাঁদেন রাঘব - বাঞ্ছা | অধীর দুর্দিনে ৮
নীরবে। -- দুরন্ত রাক্ষসী | সীতারে হারিয়া ৮
ফেরে দূরে, মত্ত মনে | উদ্যান কৌতুকে ॥

কাব্য অন্ত্যমিত্রাক্ষরের চমৎকারিত্ব নিহিত নেই, কিন্তু চরণের অর্থ স্থানে স্থানে যেমন চমৎকার মিত্রাক্ষর বা অনুপ্রাস আছে, তাতে এই ছন্দ সুশ্রুতিদুষ্টক হয়েছে। যেমন — সরোষে লক্ষ্মেশসূনু ধনুষ্টঙ্কারিলা যবে, 'ঘোরি ঘৌষিল বিজয়ী ইন্দ্রজিৎ বদনে যবে' প্রভৃতি।

পাঁচ: অন্ত্যমিত্রাক্ষর ছন্দ অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই এর মাত্রাগণনা পদ্ধতি অক্ষরবৃত্তের মতো — (১) মুক্ত অক্ষর = ১ মাত্রা, (2) শব্দের আদি বা মধ্যস্থিত রুদ্ধ অক্ষর = ১ মাত্রা, শব্দের অন্তঃস্থিত ও সবশেষ রুদ্ধ অক্ষর = ২ মাত্রা, যেমন —

ছিল আশা, মেঘনাদ | মুদিত অন্তিমে ॥
ঐ নয়নদ্বয় আমি | তোমার সম্মুখে ৮
মরি রাজ্যভার, সুত | তোমায় করিয়া ৮
অযোধ্যায়। কিন্তু হায় | বুঝিব কেমনে ৮
তাঁর লীলা ? | তাড়াইলা | যম মধুপুরে আমারে ! ॥

— এখানে নাদ, দৃশ্য, মার, ভার, বাস, তাঁর — এই ছয়টি রুদ্ধ অক্ষর শেষে বা শব্দান্তস্থিত বলে ২ মাত্রার হয়েছে, কিন্তু নাম, বাহু, সুত, মাত, দিনে-এই তিনটি অক্ষর শব্দের আদি বা মধ্যস্থিত রুদ্ধ অক্ষর বলে হয়েছে ১ মাত্রা,

এইভাবে মধুসূদনই প্রথম বাংলা ছন্দকে পয়ারের লৌহ বেড়ি থেকে মুক্তি দান করেছেন, পয়ারের মিলের বিশ্রী একঘেয়েমিত্বকে কাটাল সাল লঙ্ঘে মাস মাঝে' - এ কথা বলে মধুসূদনের 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ বীরচূড়ামনি বীরবাহু' সম্বন্ধে বাঙালী পাঠকের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কবিদের অমিত্রাক্ষর ছন্দ এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছিল।

Scanned by TapScanner